পিয়ন থেকে কমপিউটার অপারেটর !

যে কোন কাজে সফলতার মূল চাবিকাঠি হলো কাজটির প্রতি উৎসাহের পরিমাণের মাত্রা। কর্মস্পৃহা, অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে যে কেউ, যে কোন কাজ আপাতঃ দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও করতে পারে।

পৃথিবীর বুকে অমর সাফল্যগাঁথাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ বিখ্যাত ব্যক্তিই বিখ্যাত হয়ে জন্মাননি। অদম্য ইচ্ছাবলেই ক্রমশ অখ্যাত থেকে বিখ্যাত হয়েছেন। এর ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। আমাদের প্রিয়কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ ছোট বিন্দু হতে বৃহৎবৃত্তে উপনীত হয়েছিলেন প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও প্রচণ্ড উদ্দীপনার মাধ্যমে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ল্যাম্পপোস্টের ম্লান আলোর নীচে দাঁড়িয়ে লেখাপড়া করেছেন। পা ব্যথা হয়ে যাওয়ার পরও তিনি অধ্যয়নে বিমুখ হতেন না, লক্ষ্যমাত্রায় ছিলেন অবিচল। পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়েছেন তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারের কল্যাণে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও সারাদিন হোটেলে কাজ করে রাত্রে কষ্ট করে পুঁথি পড়তেন ও গান গাইতেন। এদের জীবনগাঁথা ছাড়াও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে "ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়।"

চেষ্টার সাথে পৃষ্ঠপোষকতা যুক্ত হলে প্রতিভাবানরা বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারে। ইউরোপ জয়ী ফরাসী বীর নেপোলিয়ন তাঁর বাদকদলের এক প্রতিভাধর বালককে ধীরে ধীরে প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতি দিয়ে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দিয়েছিলেন। পিয়ন থেকে কমপিউটার অপারেটর হওয়ার ঘটনা এমনি একটি সার্থকতার মাইল ফলক। আবু তাহের নামের সাধারণ ব্যক্তি কেমন করে চেষ্টার মাধ্যমে নিজ অবস্থান থেকে উন্নততর অবস্থানে উপনীত হবার চেষ্টায় সার্থক হয়েছে সে ঘটনা পাঠককে আপ্লুত করবে নিশ্চয়ই। মোহাম্মদ আবু তাহের ১৯৯০ সালের ১লা এপ্রিল চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে অস্থায়ী ভিত্তিতে একজন পিওন হিসেবে যোগদান করে। তার পিতার নাম মোঃ আবদুল হক, গ্রামের একজন সামান্য ডাক পিয়ন। দরিদ্র পরিবারের তিন ভাই ও চার বোনের মধ্যে সবার বড় এবং উপার্জনশীল আবু তাহের। আমাদের সমাজের আর দশটা নিম্নবিত্ত পরিবারের যে হাল অবস্থা আবু তাহেরের সংসারও সে অবস্থা হতে বিচ্ছিন্ন নয়। সে পরিবারের অবস্থা ছিল – নুন আনতে পান্তা ফুরানোর। কিন্তু শৈশব থেকেই লেখাপড়ার প্রচণ্ড আগ্রহ থাকলেও আবু তাহের লেখাপড়া অসম্পূর্ন রেখে ১৯৯০ সালের ১লা এপ্রিল চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অস্থায়ী ভিত্তিতে একজন পিওন হিসাবে যোগদান করে।

অনেক সমস্যার মাঝেও ১৯৯১ সালে কুমিল্লা বোর্ডের অধীন চট্টগ্রাম চন্দনাইশ কেন্দ্র হতে মানবিক শাখায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয় তাহের। এরপর ১৯৯০ সালেরই ১লা আগষ্ট চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্পের পরামর্শদাতা সংস্থা মেট ম্যাকডোনাল্ড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্ল্যানিং কনসালটেন্টস লিঃ এর অধীনে তাকে পিয়ন হিসেবে বদলী করা হয়।

ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাংকের অনুদান নির্ভর ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন দুটি প্রকল্প ঃ– পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প ঢাকা, ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প চট্টগ্রামে ১৯৯০ সালের ১৫ই ডিসেম্বরে UNDP ও VNCHS–এর সহযোগিতায় কমপিউটার প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালু করা হয়। ইঞ্জিনিয়ারীং এবং প্ল্যানিং কনসালটেন্টস (ইপিসি) কে এই প্রোগ্রামের দায়িত্ব দেয়া হয়। পদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণকে নিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে কমপিউটার প্রোগ্রাম যথারীতি চলতে থাকে। এখানেই হলো ঘটনার সূত্রপাত। যে ঘটনা আবু তাহেরকে নিয়ে গেল স্বপ্নের সোনালী শিখরে।

স্বাভাবিকভাবেই আবু তাহের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষন কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু আবু তাহেরের আগ্রহ সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করলো। বন্ধ দরজার বাইরে বসে আবু তাহের কর্মকর্তাদের আদেশ পালন করার ফাঁকে ফাঁকে মনের সযত্নে লালিত স্বপ্নকলিকে একটু একটু করে প্রস্ফুটিত ফুলের রূপ দিচ্ছিল। বাইরে বসে সে প্রশিক্ষণ ক্লাশের সমস্ত কথা মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করতো এবং প্রয়োজনীয় তথ্য খাতায় নোট করে রাখতো। অধ্যবসায়ী আবু তাহের ক্লাস শেষে প্রশিক্ষকের সহকারীর সাহায্যে কমপিউটার হাতে কলমে ব্যবহারের চেষ্টা করতো। তিনি অপারগ হলে স্বয়ং প্রশিক্ষকেরও শরনাপন্ন হতো। আবু তাহেরের আগ্রহ ও ইচ্ছা দেখে প্রশিক্ষক তাকে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে সহায়োগিতা করেছেন যা আবু তাহেরের কমপিউটার শিক্ষাকে করেছিল ত্বরান্বিত।

সময়ের আবর্তে হঠাৎ এ বছর ২৯শে এপ্রিল চট্টগ্রামের উপর দিয়ে সময় কালের ভয়াবহতম ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। বাধ্য হয়ে কমপিউটার প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। ইতিমধ্যে অবশ্য আবু তাহের প্রাথমিকভাবে মোটামুটি আয়ত্বে এনেছে – WORD STAR-4, WORD PERFECT - 5.1, LOTUS - 1,2,3.

কিছুদিন পরে মর্ট ম্যাকডোনাল্ড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ– এর সেক্রেটারী চাকুরী ছেড়ে যাওয়াতে প্রকৃতি যেন সবার অলক্ষ্যে আবু তাহেরকে এনে দিলো এক সর্বর্ণ সুযোগ। অফিসে কমপিউটার অপারেটর প্রয়োজন হয়ে পড়ে জরুরীভাবে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আবু

আবু তাহের

তাহেরকে দেয়া হয় কমপিউটার অপারেটর এর দায়িত্ব। সংস্থার ভারপ্রাপ্ত টিম লীডার মিঃ ষ্টেপলস, সরকারী পর্যায়ের প্রকল্প পরিচালক জনাব শিহাবউদ্দীন আহমেদ, ইপিসির চট্টগ্রামস্থ প্রকল্প ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব এম, আই খান এর সর্বসম্মতিক্রমে আবু তাহেরকে WORD PROCESSING এবং SPREAD SHEET এর কাজ করার সুযোগ দেন। প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আবু তাহের এখন কমপিউটারের সাহায্যে জনাব ষ্টেপলসের অধীনে বিভিন্ন কাজ করে দক্ষতা, যোগ্যতা, নৈপুনতাকে একাগ্রতাকে পারদর্শিতার স্তরে উন্নীত করছে।

বর্তমানে কর্ম মর্যাদায় উন্নতির সাথে সাথে কিছুটা হলেও আবু তাহের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিরও স্বাদ পেয়েছে। কমপিউটারে কাজ করার পূর্বে আবু তাহের সিটি কর্পোরেশন হতে দৈনিক ৩০ টাকা হারে ও ইঞ্জিনিয়ারীং এণ্ড প্ল্যানিং কনসালটেন্টস লিঃ হতে মাসিক ২০০ টাকা হারে বেতন পেত। এখন কমপিউটার জ্ঞানের কল্যাণে সে সিটি কর্পোরেশন হতে দৈনিক ৪৫ টাকা এবং ইপিসি হতে মাসিক ১০০০ টাকা আয় করে।

যেহেতু তার শিক্ষাগত যোগ্যতা এস, এস, সি তাই তাকে কমপিউটার অপারেটিং এর সাথে সাথে পিয়নের দায়িত্বও পালন করতে হয়। আবু তাহেরের অধ্যবসায়ের খবরে ইপিসির ব্যবস্থাপনামণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ জিয়াউল হক, ডঃ আকলাফুর রহমান, সুনীল সূত্রধর, রফিকউদ্দীন আহমদ ও মর্ট–ম্যাকডোনাল্ড–এর স্থানীয় পরিচালক জন সুইর গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আবু তাহেরের আশা ও সাধ সে আরো বড় হবে। আরো উন্নতি করবে।

এদেশে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি আয়ত্ব করার জন্য আমাদের সাধারণ মানুষের আগ্রহ কী প্রবল, আবু তাহের তার প্রমান। উচ্চশিক্ষিত মানুষ হতে সামান্য শিক্ষিত মানুষও কমপিউটারের চর্চার মাধ্যমে এদেশকে তথ্য প্রযুক্তির স্তরে নিয়ে যেতে পারে, সে সম্ভাবনার দ্বার উদঘাটন করছেন স্বল্পশিক্ষিত ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ মা এবং চট্টগ্রামের তরুন আবু তাহের। কমপিউটার জগৎ-এর পাঠকদের পক্ষ থেকে আবু তাহেরকে আমরা জানাই হৃদয় উৎসাহিত অকৃত্রিম অভিনন্দন। ✤

জিয়াউল ইসলাম